দৈনিক খবর

তারিখ ... 19 SEP 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

১৭৫

ছাত্রদলের দু'গ্রুপের গোলাগুলী

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাতের বিভীষিকা

।। স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত রোববার মধ্যরাত থেকে গতকাল সকাল পর্যন্ত থেমে থেমে ব্যাপক গোলাগুলী ও বোমাবাজি হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে এ গোলাগুলীতে কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনাস্থলে একটি মোটর সাইকেল ভস্মীভূত হয়।

গত রোববার রাত ১১টা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসীন ও জিয়া হল এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে গুলী ও বোমা বিস্ফোরণ শুরু হয়, রাত্রি ১২টার পরে দু'পক্ষ আরো কাছাকাছি হয় এবং সূর্যসেন ও জসিমুদ্দিন হলে অবস্থান নিয়ে ব্যাপক গুলী বর্ষণ করতে থাকে। এ সময় বিকট শব্দে একটি গ্রেনেডও বিস্ফোরিত হয়

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাতের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলে জানা গেছে। ভোর ৫টা পর্যন্ত থেমে থেমে গুলী বর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণ চলে। রাতভর ব্যাপক এ গোলাগুলী ও বোমাবাজিতে গোটা ক্যাম্পাস এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট হল এলাকায় ছাত্র–শিক্ষক–কর্মচারীদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। গোলাগুলীর আগে জসিমউদ্দিন হল এলাকায় একটি মোটর সাইকেলে আগুন দেয়া হয়।

ইউএনবি জানায়, এ গোলাগুলীতে টিটু ও রাজা নামে দু'জন আহত হয়। তবে কোন সূত্র থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এ দুটো বিবদমান গ্রুপের মধ্যে প্রায় ৪০ মিনিটব্যাপী গোলাগুলীতে প্রায় দু'শ রাউন্ড গুলীবর্ষিত হয়। গত রোববার রাতে গুলী বর্ষণের সংখ্যা আরো বেশী.

এদিকে গত রোববার রাতে গোলাগুলী শুরুর কয়েক ঘন্টা আগে সলিমুল্লাহ হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন কর্মী সংগঠনের অভ্যন্তরের প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রহৃত হন বলে জানা গেছে।

ডাকসু বলেছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর সহ–সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, গত রোববার রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দু'টি বিবদমান গ্রুপের মধ্যে মোহসীন হল, সূর্যসেন হল, জসিমুদ্দিন হল, জিয়াউর রহমান হল ও বঙ্গবন্ধু হলের ছয় ঘন্টাব্যাপী প্রচন্ড গোলাগুলী ও প্রকাশ্যে কাটা রাইফেল, এস এম জি স্টেনগানসহ বোমা হামলার মাধ্যমে নারকীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। তারা এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, গত দু'সপ্তাহ যাবত পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নামধারী সশস্ত্র ও বহিষ্কৃত দুর্বৃত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সমস্ত হলে অবস্থান নিয়ে চর দখলের ন্যায় হল দখল করে সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের রাতের বেলা ভীত সন্ত্রস্ত ও জিম্মি রেখে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ দলাদলির নামে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সশস্ত্র তান্ডবলীলা পরিচালিত করছে এবং প্রতি রাতসহ গতকাল মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত হাজার রাউন্ড গোলাগুলী করেছে। এতে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই এক আতংকজনক জীবন যাপন করছে।

সারা দেশের সকল ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে জাতীয়তাবাদী দলের শ্রদ্ধেয়া নেত্রী খালেদা জিয়াকে আহবান জানানো সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থানিচ্ছেননা।

বিবৃতিতে বলা হয়, আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসকারীদের তালিকা দেয়ার পরও কোন প্রকার ব্যবস্থা তো নিচ্ছেই না বরঞ্চ পুলিশের নাকের ডগায়ই প্রকাশ্যে রাইফেল, এস এম জি, স্টেনগান, রিভলভারসহ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে।